ইসলামের দৃষ্টিতে সাংগঠনিক আচরণ

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

ইসলামের দৃষ্টিতে সাংগঠনিক আচরণ

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

আন্ নূর প্রকাশন
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

প্রকাশনায়
আহমদ জাবিদ হাসান
আন্ নূর প্রকাশন
৩১৮/১ সেনপাড়া পর্বতা,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারী, ১৯৯৯

গ্রন্থস্বত্ব ঃ মনোয়ারা বেগম

মুদ্রণ
আলফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস,
৪২৩, বড় মগবাজার,
ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : পনের টাকা মাত্র

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. আল্লাহ্‌র দেয়া জীবনবিধান ॥ ১

২. অন্য কোন মতবাদ আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নয় ॥ ১

৩. মানুষের ক্ষমতা আল্লাহ্‌র দেয়া আমানত ॥ ২

৪. আল্লাহ্‌র বিধান কায়েম ॥ ৩

৫. আল্লাহ্‌র বিধান কায়েমের আন্দোলন ॥ ৫

৬. আন্দোলনের মেরুদণ্ড সংগঠন ॥ ৭

৭. নেতা নির্বাচন ॥ ৯

৮. পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ॥ ১২

৯. আনুগত্য ॥ ১৯

১০. নেতার ব্যবহার ও কর্তব্য ॥ ২১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

১. আল্লাহ্‌র দেয়া জীবনবিধান

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন। এই বিশ্বজাহানের স্থিতি ও ক্রমবিকাশের জন্য তিনি বহু সংখ্যক বিধিবিধানও প্রবর্তন করেছেন। আমরা যেইগুলোকে প্রাকৃতিক আইন বলি সেইগুলো আসলে আল্লাহ্‌রই আইন বা বিধান। এইসব বিধান মেনে চলা হচ্ছে বলে বিশ্বজাহানের সর্বত্র অতি উচ্চ মানের শৃংখলা বিরাজ করছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষেরও স্রষ্টা। তিনি মানুষের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য কতগুলো বিধিবিধান দিয়েছেন। তবে বস্তুজগতে, অন্যান্য প্রাণী জগতে ও মানুষের দেহসত্তায় তিনি যেইভাবে তার বিধিবিধান কার্যকর করেছেন, মানুষের চরিত্র গঠন, পরিবার গঠন, সমাজ গঠন ও রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে সেইভাবে সরাসরি তাঁর বিধিবিধান কার্যকর করেননি। এইসব ক্ষেত্রের জন্য বিধিবিধান তৈরি করে তিনি সেইগুলো কার্যকর করার দায়িত্ব মানুষের ওপরই অর্পণ করেছেন।

২. অন্য কোন মতবাদ আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়

আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধানের নাম আল-ইসলাম।

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট স্বীকৃত জীবনবিধান আল-ইসলাম"

-(আলে ইমরান ॥ ১৯)।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, রাজনৈতিক মতবাদ, সামাজিক মতবাদ কিংবা অর্থনৈতিক মতবাদ বাদ দিলাম, কিন্তু অন্যান্য ধর্মীয় মতবাদ- যেমন ইহূদীবাদ, খৃষ্টবাদ আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান নয় কি ?

অবশ্যই নয়, কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মূসা ইবনু ইমরান (আ)-কে ইহূদীবাদ কায়েমের জন্য পৃথিবীতে পাঠাননি। তাঁকে

www.pathagar.com

পাঠিয়েছিলেন আল-ইসলাম কায়েমের জন্য। তিনিও আল-ইসলাম কায়েমের সংগ্রামই করে গেছেন, ইহূদীবাদ কায়েমের সংগ্রাম নয়। ইহূদীবাদ তাঁর ইন্তিকালের বহু কাল পরে তাঁর অনুসারী বলে দাবিদার কিছু লোকের আবিষ্কার। এর সাথে মূসা ইবনু ইমরান (আ)-এর কোন সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈসা ইবনু মারইয়াম (আ)-কে খৃষ্টবাদ কায়েমের জন্য পৃথিবীতে পাঠাননি, তাঁকে পাঠিয়েছিলেন আল-ইসলাম কায়েমের জন্য। তিনি আল-ইসলাম কায়েমের সংগ্রামই করে গেছেন, খৃষ্টবাদ কায়েমের সংগ্রাম নয়। আল্লাহ্‌র কুদরতে তাঁর আসমানে উঠে যাওয়ার বহুকাল পরে খৃষ্টবাদ তাঁর অনুসারী বলে দাবিদার কিছু লোকের আবিষ্কার। এর সাথে ঈসা ইবনু মারইয়ামের (আ) কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ আল-ইসলাম ছাড়া আর কোন মতবাদই আল্লাহ প্রদত্ত নয়।

কোন ব্যক্তি যদি দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতে নাজাত লাভের আশায় আল-ইসলামকে বাদ দিয়ে ইহূদীবাদ, খৃষ্টবাদ কিংবা অন্য কোন মতবাদ অনুসরণ করে তার পরিণাম কি হবে তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

"কোন ব্যক্তি যদি আল-ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদ অনুসরণ করে তবে তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত" -(আলে ইমরান ॥ ৮৫)।

৩. মানুষের ক্ষমতা আল্লাহ্‌র দেয়া আমানত

আরো লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে তাঁর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা অথবা তাঁর অবাধ্যতা করার

ক্ষমতা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষমতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষের নিকটে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমানত।

মানুষ ইচ্ছা করলে এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে পারে কিংবা করতে পারে অপব্যবহার। এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার তখনই হয় যখন মানুষ পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট আত্মসমর্পণ করে, তাঁর দেয়া বিধানকে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কার্যকর করে। আর এই ক্ষমতার অপব্যবহার তখনই হয় যখন মানুষ নিজের মনগড়া বিধান কিংবা অপর কোন মানুষের তৈরী বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে।

তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সে যদি তাঁর দেয়া এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে তাহলে সে দুনিয়ার জীবনে সুখ, শান্তি ও কল্যাণ লাভ করবে এবং আখিরাতে বিপুলভাবে পুরস্কৃত হবে। আর সে যদি এই ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাহলে সে দুনিয়ার জীবনে অসুখ, অশান্তি ও অকল্যাণের আবর্তে ঘুরপাক খাবে এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

৪. আল্লাহ্‌র বিধান কায়েম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চান মানুষ স্বেচ্ছায় তাঁর দেয়া জীবনবিধান তার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল দিক ও বিভাগে বাস্তবায়িত করুক। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের ছোট পরিসর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের বিশাল পরিসর পর্যন্ত অন্য সব মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে, ইসলামের বিধানগুলো পরিপূর্ণরূপে কায়েম করার নামই ইকামাতুদ দীন। সকল নবীর আবির্ভাব ঘটেছিল এই ইকামাতুদ্ দীন বা ইযহারুদ্ দীন-এর আন্দোলন গড়ে তোলা ও পরিচালনা করার জন্য। এই সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন—

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ـ

www.pathagar.com

"তিনি তোমাদের জন্য দীনের সেই বিধান দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন নূহ্‌কে, যা এখন (হে মুহাম্মাদ) তোমার প্রতি ওহী করে পাঠাচ্ছি এবং যার নির্দেশ আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম, তা এই যে, দীন কায়েম কর এবং এতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করো না"—(আশ্‌-শূরা ॥ ১৩)।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ মহাকালের বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রেরিত কয়েকজন নবীর নাম উল্লেখ করে আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, তাঁদের সকলের প্রতি নির্দেশ ছিলো ঃ 'দীন কায়েম কর'। এখানে ইতিহাসের দূরতম অধ্যায়ের নবী নূহের (আ) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার 'ওয়া আওহাইনা ইলাইকা' বলে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল-কুরআনের তিনটি স্থানে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) পৃথিবীতে পাঠানোর উদ্দেশ্য 'ইযহারুদ দীন' বা দীনের বিজয় নিশ্চিতকরণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন—

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ .

"তিনি সেই সত্তা যিনি সঠিক পথের দিশা ও সত্য জীবনবিধানসহ তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন যাতে সে অন্যান্য মতবাদ ও বিধানের ওপর এইটিকে বিজয়ী করে, মুশরিকদের নিকট তা যতোই অপছন্দের ব্যাপর হোক না কেন" —(আস্‌-সাফ ॥ ১৯)।

হুবহু এই কথাই আমরা দেখতে পাই সূরাহ আত্‌-তাওবাহ্‌র তেত্রিশ নম্বর আয়াতে। আবার সূরাহ আল-ফাত্‌হে এই কথাটিকে পেশ করা হয়েছে একটু ভিন্নভাবে। যথাঃ

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا .

www.pathagar.com

"তিনি সেই সত্তা যিনি সঠিক পথের দিশা ও সত্য জীবনবিধানসহ তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন যাতে সে অন্যান্য মতবাদ ও বিধানের ওপর এইটিকে বিজয়ী করে। আর এই বিষয়ে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট[৪]" -(আল-ফাতহ ॥ ২৮)।

উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। আর কোন নবী আসবেন না। এখন তাঁর ওপর ঈমান পোষণকারী ব্যক্তিদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করে আল্লাহ্র এই যমীনে আল্লাহ্র দীন কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। আরো উল্লেখ্য যে, মানুষের দুনিয়ার জীবনের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ আল্লাহ্র দেয়া জীবনবিধান কায়েমের ওপরই নির্ভরশীল। অন্য কোন মতবাদ বা বিধান কায়েম করে তা লাভ করা সম্ভব নয়।

৫. আল্লাহ্র বিধান কায়েমের আন্দোলন

'আল-জিহাদু ফী সাবীলিল্লাহ' একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী পরিভাষা। এর অর্থ আল্লাহ্র পথে জিহাদ। আর জিহাদ শব্দটির অর্থ হচ্ছে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। অতএব আল্লাহ্র পথে জিহাদ কথাটির অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দেয়া জীবনবিধান কায়েম করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। 'ইসলামী আন্দোলন' পরিভাষাটি 'আল্লাহ্র পথে জিহাদ' পরিভাষার সমার্থক।

আল-ইসলাম আপনাআপনি সমাজে কায়েম হয় না। এর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা। আর আন্দোলন তো একাকী করার বিষয় নয়।

সন্দেহ নেই, প্রতিটি আন্দোলনের শুরুতে একজনমাত্র ব্যক্তিই থাকেন। এই এক ব্যক্তির সাথেই মিলিত হন আরো কিছু ব্যক্তি। অল্প সংখ্যক লোক নিয়েই আন্দোলন পথ চলা শুরু করে। ক্রমশ আরো বহু লোক আন্দোলনে শামিল হতে থাকে। এই শামিল হওয়া লোকেরাও নতুন লোক রিক্রুট করার কাজে নেমে পড়ে। এইভাবে লোক রিক্রুট করার

www.pathagar.com

কাজ ব্যাপকতা লাভ করে। আন্দোলন যখন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়, আল্লাহ্‌র অনুমোদন সাপেক্ষে তখন তা বিজয় নিশান উড়াতে সক্ষম হয়।

আল-কুরআনের সূরাহ আর-রাদের এগার নাম্বার আয়াত আমাদেরকে সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত জ্ঞান দান করে। আল্লাহ বলেন—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۔

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তন করেন না যেই পর্যন্ত না তারা তাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের পরির্বতন করে।"

অর্থাৎ কোন সমাজে বসবাসকারী মানুষগুলোর চারিত্রিক পরিবর্তনই সেই সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। কোন সমাজে মানুষ যদি জাহিলিয়াতের ওপর অটল থাকে, ইসলামের আলোকে তাদের চরিত্র পরিবর্তন করতে রাজি না হয়, সেই সমাজে ইসলাম কায়েম করা সম্ভব নয়।

এই কথাটির পেছনেও আরেকটি কথা আছে। সেইটি হচ্ছে ঃ মানুষের কর্মধারা বা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কিন্তু মানুষের চিন্তাধারারই প্রতিফলন। মানুষ তার চিন্তা-চেতনা অনুযায়ীই কর্মকাণ্ড করে। কোন মানুষের চিন্তা-চেতনা যদি সৎ হয়, তার কর্মকাণ্ডেও সততা প্রকাশ পায়। কোন মানুষের চিন্তা-চেতনা যদি অসৎ হয় তার কর্মকাণ্ডেও অসততা প্রকাশ পায়। এই নিরিখে বিচার করলে আমরা নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে পৌছতে বাধ্য হই ঃ

(১) সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য মানুষের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

(২) মানুষের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনার জন্য তাদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

আর চিন্তাধারার এই পরিবর্তনকেই চৈন্তিক বিপ্লব, চিন্তার বিশুদ্ধি, চিন্তার পরিশুদ্ধি, চিন্তার সংশোধন ও চিন্তার পুনর্গঠন নামে আখ্যায়িত করা হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তন করতে হলে প্রথমেই যে কাজটি করতে হয় তা হচ্ছে, জীবন ও জগত সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ তথা ইসলামী জীবনদর্শন মানুষের সামনে উপস্থাপন করা এবং সেই দৃষ্টিকোণ বা জীবনদর্শন গ্রহণ করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। এই কাজটিরই নাম আল-বালাগ, আত্-তাবলীগ, আদ-দাওয়াহ ইত্যাদি। এইটি হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের প্রধান কাজ। আর এইটিই হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনে শামিল প্রত্যেক ব্যক্তির সবচে' বেশী গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

৬. আন্দোলনের মেরুদণ্ড সংগঠন

মেরুদণ্ড প্রাণীকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে কিংবা সোজা হয়ে চলতে শক্তি যোগায়। একটি আন্দোলনে সংগঠনের ভূমিকা অনুরূপ।

আল-ইসলাম মু'মিনদেরকে সম্মিলিত জীবন যাপনের নির্দেশ দেয়। আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলোর মধ্যে সবচে' বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সালাত। এই সালাত কায়েম করতে হয় সম্মিলিতভাবে, সুসংগঠিত রূপে।

আল-ইসলামের দাবি হচ্ছে, মু'মিনগণ যেখানেই থাকুন না কেন, যেখানেই যাক না কেন, তাদেরকে মিলিতভাবে, সংগঠিতভাবে থাকতে হবে, চলতে হবে।

ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম না হওয়া পর্যন্ত মু'মিনগণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট। আর কোন একটি আন্দোলনের শক্তি ও ধারাবাহিকতা বিপুলভাবে নির্ভর করে এর সংগঠিত রূপের ওপর।

আল-কুরআন ও আল-হাদীসে সংঘবদ্ধ জীবন সম্পর্কে অনেক তাকিদ রয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মু'মিনদেরকে

www.pathagar.com

সম্বোধন করে বলেন—

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا -

"এবং তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" -(আলে ইমরান ॥ ১০৩)।

আল-হারিস আল-আশয়ারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন—

اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَلْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْحِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ -

"আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি ঃ আল-জামায়াত (সংগঠন), আস-সাময়ে (নেতার নির্দেশ শ্রবণ), আত্-তা'য়াত (নেতার নির্দেশ পালন), আল-হিজরাত (আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় সকল কিছু বর্জন)ও আল- জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ)।"

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আরো বলেন—

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّسْكُنَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ -

"যেই ব্যক্তি জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করতে চায় তার কর্তব্য হচ্ছে জামায়াতকে আঁকড়ে ধরা" -(সহীহ্ মুসলিম)।

আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন—

لَا يَحِلُّ لِثَلٰثَةٍ يَّكُوْنُوْا بِفَلَاةٍ مِّنَ الْاَرْضِ اِلَّا اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ -

"তিনজন লোক কোন বিজন স্থানে থাকলেও তাদের মধ্য থেকে একজনকে তাদের আমীর না বানিয়ে বসবাস করা বৈধ নয়"—(মুসনাদে আহ্মাদ)।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন—

اِذَا خَرَجَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُئَمِّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ -

www.pathagar.com

"তিনজন লোক সফরে বের হলে তারা যেনো তাদে নিজেদের আমীর বানিয়ে নেয়" -(সুনানু আবী দাউদ, তাবারানী)।

আবুদ্ দারদা (রা) বলেন; রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন—

فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ -

"অতএব তোমার কর্তব্য হচ্ছে জামায়াতে শামিল থাকা। কেননা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ভেড়াকেই নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে"—(সুনানু আবী দাউদ)।

আমীরুল মু'মিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন—

لاَ اِسْلاَمَ اِلاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلاَ جَمَاعَةَ اِلاَّ بِاِمَارَةٍ وَلاَ اِمَارَةَ اِلاَّ بِطَاعَةٍ.

"সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই। নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই। আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।"

এইসব আয়াত, হাদীস ও উক্তি থেকে সাংগঠনিক জীবনের অপরিহার্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

৭. নেতা নির্বাচন

ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মূল নেতা ছিলেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম। তাঁরা ছিলেন সরাসরি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নিযুক্ত। আর সেই কারণে তাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রতি ঈমান পোষণকারীদের আনুগত্য দাবি করার অধিকারপ্রাপ্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন—

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا -

"আর আমি তাদেরকে (নবী-রাসূলদেরকে) নেতা বানিয়েছিলাম যাতে তারা আমার নির্দেশে (লোকদেরকে) সঠিক পথের দিশা দেয়" -(আল- আম্বিয়া ॥ ৭৩)।

www.pathagar.com

আল-কুরআনের সূরা আশ্-শূয়ারা-তে বিভিন্ন নবীর তৎপরতার বিবরণে আমরা পাই যে, তাঁরা লোকদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তাঁদের আনুগত্য করে জীবন গড়ার আহবান জানিয়েছেন।

তাঁরা বলেছেন فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ "অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।"

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নিযুক্ত নেতা ছিলেন, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নেতা নন। আর মহান আল্লাহ্ই মানুষকে তাঁদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে এই নির্দেশ মানুষকে অবহিত করে তাঁরা তাদের আনুগত্য দাবি করেছেন।

জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত না হওয়া সত্ত্বেও নেতৃপদ লাভ করা ও মানুষের আনুগত্য দাবি করা ছিলো নবীগণের একটি বিশেষ অধিকার। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বশেষ নবী হওয়ার কারণে আর কোন মানুষের পক্ষে এইভাবে নেতৃপদ লাভ করে মানুষের আনুগত্য দাবি করার কোন সুযোগ নেই।

এখন ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনে মুসলিমগণই তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচিত করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর আনুগত্য করতে থাকবেন।

'আমীর' একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। সাধারণত ইসলামী সংগঠনের নেতাকে আমীর বলা হয়। আর ইসলামী রাষ্ট্রের নেতাকে বলা হয় আমীরুল মু'মিনীন। তবে কোন কোন ইসলামী সংগঠনে 'আমীর' পরিভাষার পরিবর্তে অন্য কোন পরিভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ইসলামী সংগঠনের নেতা হন একজন নির্বাচিত ব্যক্তি। একজন ব্যক্তি যতোই প্রতিভাবান বা যোগ্যতা সম্পন্ন হোন না কেন, তিনি নিজেকে আমীর ঘোষণা করে অন্যদের আনুগত্য দাবি করবেন, ইসলামী

www.pathagar.com

জীবনবিধানে এর কোন অবকাশ নেই। ইসলামী সংগঠনে নেতৃত্ব পদ চাওয়া নিষিদ্ধ। মহানবী (সা) বলেছেন,

اِنَّا وَاللّٰهِ لَا نُوَلِّىْ عَلٰى هٰذَا الْعَمَلِ اَحَدًا سَاَلَهُ وَلَا اَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ -

"আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই আমরা নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব এমন ব্যক্তির ওপর অর্পণ করবো না যে তা চায় কিংবা যার অন্তরে তার লোভ রয়েছে"—(সহীহ মুসলিম, সহীহ আল-বুখারী)।

উল্লেখ্য যে, কোন কোন ব্যক্তি বলেন, আল-কুরআনই তো আমাদেরকে নেতৃত্বপদ চাইতে উৎসাহিত করে। وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا "আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানান" আয়াতাংশকে তাঁরা তাঁদের প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন।

অথচ এই আয়াতে 'ইমাম' শব্দটি 'অনুকরণযোগ্য' বা 'মডেল' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, নেতা অর্থে নয়।

আল-কুরআনের এই আয়াতাংশ দ্বারা যদি নেতৃত্বপদ চাওয়ার উৎসাহ প্রদান বুঝাতো তাহলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আল-কুরআনের বিপরীত অর্থ প্রকাশক বক্তব্য পেশ করতেন না। তদুপরি মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণ বিনা দ্বিধায় নেতৃত্বপদ চাইতেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম চার ব্যক্তিত্ব আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা), উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), উসমান ইবনু আফফান (রা) ও আলী ইবনু আবী তালিব (রা), নেতৃত্বপদ চাননি, বরং জনগণই তাঁদের ওপর নেতৃত্বপদ চাপিয়ে দিয়েছে। আজও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে খাঁটি ইসলামী সংগঠনগুলোতে নেতৃত্বপদ চাওয়ার কোন নিয়ম প্রচলিত নেই।

নেতা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাদের মতামত বা ভোটের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচিত হন তাদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে একটি কঠিন

www.pathagar.com

দায়িত্ব। ইসলামী আদর্শের জ্ঞান, ইসলামী বিধিবিধান অনুশীলনের উচ্চ মান, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে যাকে যোগ্যতম বলে মনে হয়, তাঁর পক্ষে ভোট দেওয়া তাদের কর্তব্য। ভোট বা অভিমতও একটি আমানত। যোগ্যতম ব্যক্তির পক্ষে তা প্রদান করা হলে আমানতদারির দাবি পূরণ হয়। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন—

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا -

"অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা যেন যাবতীয় আমানত তার হকদারের নিকট সোপর্দ কর" -(আন-নিসা ॥ ৫৮)।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন—

اِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا اُسْنِدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ -

"যখন আমানত বিনষ্ট হতে দেখবে তখন কিয়ামাতের অপেক্ষা করবে।" একজন বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে আমানত বিনষ্ট করা হবে ?" তিনি বললেন, "যখন কোন দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হবে তখন কিয়ামাতের অপেক্ষা করবে"—(সহীহ আল-বুখারী)।

৮. পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ইসলামী আন্দোলন কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে সংগঠনের আমীর কিংবা আমীরুল মুমিনীনকে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিন্তু এই সব সিদ্ধান্ত তার একাকী গ্রহণ করার এখতিয়ার নেই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বস্তুত পরামর্শ আদান-প্রদান বা শূরা ইসলামী জিন্দেগীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

আল-কুরআনের এক স্থানে মুমিনদের বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ এই বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন—

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ -

(আশ-শূরা ॥ ৩৮)।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াত নাযিল হয়েছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের মাক্কী যুগে। তখন ইসলাম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। ঐ যুগে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময় দারুল আরকামে অন্যান্য মুমিনদের সাথে মিলিত হতেন। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, দারুল আরকাম একদিকে ছিল ইসলামী শিক্ষালয়, অন্যদিকে ছিলো পরামর্শ ভবন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র (সা) নেতৃত্বে মাক্কায় তেরোটি বছর ধরে চলে ইসলামী আন্দোলন। এরপর সংঘটিত হয় হিজরত। ইয়াসরিবে (মাদীনা) গণভিত্তি রচিত হওয়ায় গড়ে উঠে ইসলামী রাষ্ট্র। ঐ রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হন মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বিতীয় সনে হয় বদর যুদ্ধ। তার পরবর্তী বছর সংঘটিত হয় উহুদ যুদ্ধ। উহুদ যুদ্ধের পর নাযিল হয় সূরাহ আলে ইমরান। ঐ সূরাহ্র একটি আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সামষ্টিক কার্যাবলী নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে মহানবীকে (সা) তাঁর সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেন।

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ -

"সামষ্টিক কার্যাবলীতে তাদের সাথে পরামর্শ কর"

–(আলে ইমরান ॥ ১৫৯)।

উল্লেখ্য যে, এই নির্দেশ যখন নাযিল হয় তখন ইসলামী আন্দোলন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াতকে নিয়ে

www.pathagar.com

চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামী সংগঠন পরিচালনা হোক কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা, সংগঠন প্রধান কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে পরামর্শের ভিত্তিতে।

পরামর্শ আদান-প্রদান সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) কতিপয় হাদীস বিষয়টির গুরুত্ব স্পষ্টতর করে তোলে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন—"যদ্দিন পর্যন্ত তোমাদের শাসক হবে তোমাদের উত্তম ব্যক্তিগণ, তোমাদের ধনী ব্যক্তিরা থাকবে দানশীল এবং তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিষ্পন্ন হবে পরামর্শের ভিত্তিতে তদ্দিন ভূগর্ভের চেয়ে ভূপৃষ্ঠ তোমাদের জন্য উত্তম। যখন তোমাদের শাসক হবে তোমাদের মন্দ ব্যক্তিগণ, তোমাদের ধনীরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অর্পিত হবে মহিলাদের হাতে তখন ভূপৃষ্ঠের চেয়ে ভূগর্ভই তোমাদের জন্য উত্তম।"

আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (রা) বলেছেন—

اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ -

"যার পরামর্শ চাওয়া হয় তার উপর (সঠিক পরামর্শ পাওয়ার জন্য) নির্ভর করা হয়"—(সুনানু আবু দাউদ)

উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন—

اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ -

"যার পরামর্শ চাওয়া হয় তার উপর (সঠিক পরামর্শ পাওয়ার জন্য) নির্ভর করা হয়"-(জামে আত্-তিরমিযী)।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন, "যেই ব্যক্তির কাছে তার মুসলিম ভাই পরামর্শ চায়, সে যদি সত্যের বিপরীত পরামর্শ দেয় তবে সে তার ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে"—(সুনানু আবী দাউদ)।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তবুও তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতেন না। এক হাদীসে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন—

لَوْكُنْتُ مُئَمِّرًا اَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ لَاَمَّرْتُ اِبْنَ اُمِّ عَبْدٍ -

"আমি পরামর্শ ছাড়া কাউকে নেতৃপদ দিলে ইবনু উম্মে আবদকেই (আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ) দিতাম"—(জামে আত্-তিরমিযী)।

আয়িশাহ (রা) বলেন—

مَا رَاَيْتُ رَجُلاً اَكْثَرَ اِسْتِشَارَةً لِلرِّجَالِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

"আমি এমন কোন ব্যক্তি দেখিনি যিনি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) চাইতে বেশী পরামর্শ করতেন"—(জামে আত্-তিরমিযী)।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন—

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ فِى الْاَمْرِ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَنَا مَعَهُمَا -

"রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে মুসলিমদের সামষ্টিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আবু বাক্‌রের সাথে পরামর্শ করতেন। আমিও তাঁদের সাথে থাকতাম"—(জামে আত্-তিরমিযী)।

দৈনন্দিন বিষয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) এই দুইজনের সাথে পরামর্শ করতেন। আরো বড় বিষয় হলে তিনি বেশি সংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন।

আমীরুল মুমিনীন আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীকের (রা) পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে আমরা নিম্নরূপ বিবরণ পাই।

www.pathagar.com

"আবু বাক্‌র (রা) কোন সমস্যার সমাধানে আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নাতে কোন উদাহরণ না পেলে শীর্ষস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের(رُؤُوسُ النَّاسِ وَخِيَارُهُمْ)ডেকে পরামর্শ নিতেন—(সুনান আদ্‌-দারেমী)।

আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা) প্রধানত যাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ (১) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), (২) উসমান ইবনু আফ্‌ফান (রা), (৩) আলী ইবনু আবী তালিব (রা), (৪) তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা), (৫) আয্‌-যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), (৬) আবদুর রহমান ইবনু আওফ, (৭) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা), (৮) আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা), (৯) মুয়ায ইবনু জাবাল (রা), (১০) উবাই ইবনু কা'ব (রা) ও (১১) যায়িদ ইবনু সাবিত (রা)—(মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল, আবু বাক্‌র, পৃ. ৩১০)।

আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন—

لاَ خِلاَفَةَ إلاَّ عَنْ مَشْوَرَةٍ ·

"পরামর্শ ছাড়া খিলাফত ব্যবস্থা চলে না।"

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রধান সাহাবীদের (أَشْيَاخُ بَدْرٍ) সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। নবীনদের মধ্যে তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাসকে (রা) শামিল করতেন—(সহীহ আল-বুখারী, ৪৬০১)। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) যাদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ (১) উসমান ইবনু আফফান (রা), (২) আলী ইবনু আবী তালিব (রা), (৩) তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা), (৪) আয্‌-যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), (৫) আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা), (৬) মুয়ায ইবনু জাবাল (রা), (৭) উবাই ইবনু কা'ব (রা), (৮) যায়িদ ইবনু সাবিত (রা), (৯) আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) (আল-ফারূক, শিবলী নুমানীকৃত, পৃ. ১৬২-১৬৩)। উল্লেখ্য যে, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) ও সা'দ

www.pathagar.com

ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) তাঁর শাসনকালে সেনাপতি হিসেবে বিভিন্ন সময় দূর রণাঙ্গনে অবস্থান করতেন।

আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনু আফফান (রা) মাজলিসুশ শূরার প্রথম উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, "আল-কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্‌র পর আমি আপনাদের এমন সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী থাকবো যা পরামর্শের ভিত্তিতে চূড়ান্ত হয়েছে"—(ইবনু জারীর তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, ৫খ., পৃ. ১৫৯)।

উসমান ইবনু আফফানের (রা) শাহাদতের পর কিছু লোক আলী ইবনু আবী তালিবকে (রা) খলীফাহ বানাতে চাইলে তিনি বলেন, "এই কাজ করার ইখতিয়ার তোমাদের নেই। এইটি তো শূরা সদস্য ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজ। তাঁরা যাকে খলীফাহ্ বানাতে চান তিনিই খলীফাহ হবেন"—(আত্-তাবারী, ৩ খ., পৃ. ৪৫০; সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, খেলাফত ও রাজতন্ত্র, পৃ. ৮১)।

আল্লামা ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহ) বলেন, "গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করা শরীয়াহ্‌র অন্যতম বিধান"—(ফাতহুল বারী, ২ খ., পৃ. ২১৯)।

শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ) বলেন, "পরামর্শ করে কাজ করা আল্লাহ্‌র পছন্দ। দীনের হোক বা দুনিয়ার, রাসূলুল্লাহ (রা) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন, সাহাবীগণও নিজেরা যুদ্ধ ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ করতেন, বরং খিলাফতে রাশেদার ভিত্তি ছিলো শূরা"—(তাফসীরে উসমানী, পৃ. ৬৪৮)।

উল্লেখ্য যে, সংগঠনের কিংবা রাষ্ট্রের গোটা জনশক্তির সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই জনশক্তির প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত ফোরামকে বলা হয় মাজলিসুশ্ শূরা। নেতা যখনই প্রয়োজন বোধ করেন মাজলিসূশ শূরার অধিবেশন আহবান করবেন। আহূত ব্যক্তিগণ মুক্ত মন নিয়ে অধিবেশনে যোগদান

www.pathagar.com

করবেন, আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহকে সামনে রেখে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি অধিকতর যুক্তিপূর্ণ অভিমতের নিকট নিজের অভিমত কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকবেন। নেতা ধৈর্য সহকারে অধিবেশন পরিচালনা করবেন এবং একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা চালাবেন। যদি কিছুতেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না যায় তাহলে উপস্থিত ব্যক্তিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতকে সিদ্ধান্তের ভিত্তি বানিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। আর সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সকলেই সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য অবদান রাখবেন।

আগেই বলেছি যে, ইসলামী সংগঠনের নেতা একাকী কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। তাই তাঁর স্বেচ্ছাচারী হওয়ারও কোন সুযোগ নেই। উল্লেখ্য যে, ইসলামী চিন্তাবিদ নামে পরিচিত কোন কোন ব্যক্তি বলতে চান যে, ইসলামী সংগঠনের আমীর কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরুল মুমিনীন একাকীও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, মাদীনাহ্র বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ উপেক্ষা করেই আমীরুল মুমিনীন আবু বাক্র আস-সিদ্দীক (রা) উসামাহ ইবনে যায়িদের (রা) নেতৃত্বে সিরিয়ার দিকে সৈন্যবাহিনী পাঠান। এই কথাটি প্রকৃত সত্যের বিপরীত। আসল ব্যাপার হচ্ছে ঃ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) উসামাহ ইবনু যায়িদের (রা) নেতৃত্বে সিরিয়ার দিকে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতার খবর শুনে উসামা (রা) সম্মুখে অগ্রসর না হয়ে মদীনার বাইরে এক স্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করতে থাকেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের খবর শুনে উসামাহ (রা) মদীনায় ফিরে আসেন। আমীরুল মুমিনীন হওয়ার পর আবু বাক্র আস-সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অভিপ্রায় অনুযায়ী উসামাহকে (রা) সসৈন্যে সিরিয়া পাঠান। মূলত এই সিদ্ধান্ত ছিলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা), আবু বাক্র আস্-সিদ্দিক (রা) রাসূলুল্লাহ্র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছেন মাত্র। কাজেই এই ঘটনাকে অবলম্বন করে ইসলামী সংগঠনের আমীর কিংবা ইসলামী

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের আমীরুল মুমিনীন একাকী কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তা প্রমাণ করতে চাওয়া আল-কুরআনের নির্দেশ ও সুন্নাতে রাসূলের সাথে সাংঘর্ষিক।

৯. আনুগত্য

'আত্-তা'য়াতা' বা 'আল-ইতাআত' গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী পরিভাষা। এর অর্থ আনুগত্য। আনুগত্য ইসলামী জীবনধারার অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনদের জন্য তিনটি আনুগত্য ফারজ করেছেন। আল-কুরআনে তিনি বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা উলুল আমর তাদের"—(আন্-নিসা ঃ ৫৯)।

'উলুল আমর' তাঁদেরকে বলা হয়, যাঁরা আদেশ প্রদানের অধিকারপ্রাপ্ত। যেমন, পরিবার প্রধান, সংগঠন প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান। কোন বিষয়ে যখনি জানা যাবে, এই বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান এই তখন তা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। তেমনিভাবে কোন বিষয়ে যখনি জানা যাবে যে, এই বিষয়ে আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) ফায়সালা এই, তা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। আমাদের এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আমাদের জন্য অকল্যাণকর কোন নির্দেশ দেননি। তাঁদের নির্দেশের যৌক্তিকতা তাৎক্ষণিকভাবে আমরা বুঝতে না পারলেও এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এর পেছনে অবশ্যই বড়ো মাপের wisdom রয়েছে যা বুঝতে হলে সজাগ দৃষ্টি ও গভীর চিন্তার প্রয়োজন। এই বিশ্বাস নিয়েই অকাতরে শর্তহীনভাবে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।

www.pathagar.com

তবে আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের (সা) আনুগত্যের মতো নিঃশর্তভাবে উলুল আমরের আনুগত্য করা যাবে না। উলুল আমরের আনুগত্য শর্তাধীন। অর্থাৎ তাঁরা যদি এমন কোন নির্দেশ দেন যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক তাহলে সেই নির্দেশের আনুগত্য করা যাবে না। এই সম্পর্কে মহানবী (সা) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন—

اَلطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ -

"আনুগত্য শুধু ন্যায়সংগত কাজে"—(সহীহ আল-বুখারী)।

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

"স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।"

কিন্তু পরামর্শের ভিত্তিতে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য উলুল আমর যদি কোন নির্দেশ দেন এবং সেই নির্দেশ যদি আল্লাহ্র কোন নির্দেশ এবং আল্লাহ্র রাসূলের (সা) শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তাহলে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে সেই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে। এই ধরনের নির্দেশের আনুগত্য করার তাকিদ দিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেন—

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ -

"যেই ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহ্র আনুগত্য করলো। যেই ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করলো সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করলো। যেই ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করলো সে আমার আনুগত্য করলো। যেই ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করলো, সে আমার অবাধ্যতা করলো"—(আবু হুরাইরাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত। সহীহ মুসলিম, সহীহ আল-বুখারী)।

www.pathagar.com

আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে সংগঠন যতো সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্তগুলোর প্রত্যেকটি জনশক্তির সকলেরই পছন্দনীয় হবে এমন কোন গ্যারান্টি নেই। ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তি কোন একটি সিদ্ধান্ত পছন্দ না করলেও সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য তাকে ভূমিকা পালন করতে হবে। মহানবী (সা) এই নির্দেশই দিয়েছেন মুমিনদেরকে।

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ -

"প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে (নেতার) নির্দেশ শুনা ও মানা, চাই সেই নির্দেশ তার পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক, যদি তা (আল্লাহ্‌র) নাফরমানির নির্দেশ না হয়"—(আবদুল্লাহ ইবনু উমার, সহীহ মুসলিম, সহীহ আল-বুখারী)।

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَتّٰى مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ·

"নাফরমানির নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নেতার নির্দেশ শুনা ও মানা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য"—(সহীহ আল-বুখারী)।

১০. নেতার ব্যবহার ও কর্তব্য

নেতা ও অনুগামীদের সম্মিলিত তৎপরতার ওপর নির্ভর করে আন্দোলনের অগ্রগতি। নেতা ও অনুগামীদের মাঝে সুসম্পর্ক থাকলে কাজ স্বচ্ছন্দ গতিতে এগুতে থাকে। সুসম্পর্ক না থাকলে কাজের গতি মন্থর হয়ে পড়ে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মুমিনদের জন্য " উসওয়াতুন হাসানাহ" বা সর্বোত্তম নমুনা। তাই নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রেও। তিনি ছিলেন তাঁর অনুগামীদের জন্য রহমদিল। তাঁর এই সুমহান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ রাব্বুর আলামীন বলেন—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ -

www.pathagar.com

"এইটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যে, তুমি তাদের প্রতি বিনম্র হয়েছো, যদি তুমি উগ্র স্বভাব ও কঠোরচিত্ত হতে তাহলে লোকেরা তোমার চারদিক থেকে দূরে সরে যেতো" -(আলে ইমরান ॥ ১৫৯)।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেন, "নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল ঐ ব্যক্তিরা যারা অনুগামীদের প্রতি কঠোর। সাবধান থেকে তোমরা যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পড়"—(সহীহ মুসলিম, সহীহ আল-বুখারী)।

অনুগামীদের সাথে ভালো ব্যবহারের বিষয়টি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র(সা) একটি দুআ দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের হৃদয় কাঁপিয়ে দেয়। তিনি বলেন—

اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِّىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ
وَلِّىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَرَفِقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ -

"হে আল্লাহ! আমার উম্মাতের সামষ্টিক কাজের কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তাদেরকে কষ্টে ফেলে তবে আপনিও তাকে কষ্টে ফেলুন। আর আমার উম্মাতের সামষ্টিক কাজের কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তাদের প্রতি নম্রতা অবলম্বন করে, আপনিও তার প্রতি নম্রতা অবলম্বন করুন"—(আয়িশাহ (রা), সহীহ মুসলিম)।

ইসলামী আন্দোলনের একজন নেতার ব্যবহার হওয়া চাই অতি উত্তম। অনুগামীদের প্রতি তার হৃদয়ে থাকা চাই মুহাব্বতের ফল্গু ধারা, তাহলে তিনি অনুগামীদের কাছ থেকে পাবেন মুহাব্বাত ও স্বতস্ফূর্ত আনুগত্য। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেন—

خِيَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ
وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ
وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ -

www.pathagar.com

"তোমাদের উত্তম নেতা তো তারা যাদেরকে তোমরা ভালবাস, তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তোমরা তাদের জন্য দুআ কর, তারাও তোমাদের জন্য দুআ করে। তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা তারা যাদেরকে তোমর ঘৃণা কর, তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও, তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়" —(আওফ ইবনু মালিক (রা), সহীহ মুসলিম)।

আন্দোলনের অগ্রগতি সাধনের জন্য জনশক্তিকে কর্মমুখর রাখা ও গণভিত্তি রচনার প্রয়োজনে পরামর্শের ভিত্তিতে যেইসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেইগুলো কার্যকর করার জন্য নেতা অবশ্যই জনশক্তিকে নির্দেশ দেবেন। তবে তাঁর নির্দেশ প্রদানের ভাষা হবে নম্র ও মার্জিত।

সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য নেতা দারসুল কুরআন, দারসুল হাদীস, বক্তৃতা-ভাষণ, সার্কুলার ও চিঠির মাধ্যমে জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

ইসলামী আন্দোলনের নেতার দুইটি প্রধান কাজ বর্ণিত হয়েছে মহানবীর (সা) একটি হাদীসে। এক. অনুগামীদেরকে তাকওয়াবানরূপে গড়ে তোলার জন্য নেতা বিভিন্নভাবে তাদেরকে তা'লীম ও তারবিয়াহ দেবেন। দুই. নেতা অনুগামীদের মধ্যে আদল (সুবিচার) কায়েম করবেন যাতে কারো হক বিনষ্ট না হয়। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেন—

وَاِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ وَرَائَهُ وَيُتَّقَى بِهِ فَاِنْ اَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَعَدَلَ فَاِنَّ لَهُ بِذٰلِكَ اَجْرًا وَاِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَاِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ -

"এবং নিশ্চয়ই নেতা ঢালের মতো। তার পশ্চাতে (অধীনে) থেকে লড়াই করা হয়। তার কাছে আশ্রয় নেয়া হয়। তিনি যদি তাঁর অনুগামীদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেন ও তাদের মাঝে আদল কায়েম করেন, তাহলে তিনি পুরস্কার পাবেন। তিনি যদি এর বিপরীত কাজ করেন তাহলে তিনি শাস্তি পাবেন" -(আবু হুরাইরাহ (রা), সহীহ মুসলিম, সহীহ আল বুখারী)।

www.pathagar.com

আরো একটি হাদীসে নেতার কর্তব্য পালন ও আল্লাহ্‌র আদালতে জওয়াবদিহির অনিবার্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ...-

"জেনে রাখ, তোমাদের প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং এই তত্ত্বাবধান সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। যিনি জনগণের নেতা হন তিনি জনগণের তত্ত্বাবধায়ক, তিনি এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন-(আবদুল্লাহ ইবনু উমার, সহীহ মুসলিম, সহীহ আল-বুখারী)।

বস্তুত ইসলামী পরিবার, ইসলামী সংগঠন কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের নেতার অন্যতম প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে তাঁর আওতাধীন ব্যক্তিরা আল-কুরআন ও আস্‌-সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করছে কিনা সেই দিকে নজর রাখা এবং কোথাও এর বিপরীত কিছু হতে দেখলে তার প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লিখকের অন্যান্য বই–

- আল্লাহর দিকে আহ্বান
- মহানবীর (সা) মহান আন্দোলন
- ইসলামের সোনালী যুগ
- ইসলামী সংগঠন
- আল হায়াতুদ্ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ
- দৃষ্টি ও দৃষ্টিকোণ
- পুরুষ ও মহিলাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র
- আদর্শ শিক্ষক
- ইসলামী নেতৃত্ব
- বাংলাদেশে ইসলামের আগমন